লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজির ফলন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন

Cucurbitaceae পরিবারভুক্ত যেমন- লাউ, কুমড়া, চালকুমড়া, পটল ইত্যাদিগাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথক হয়। একই বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল কাছাকাছি থাকলে এবং বাতাসের বেগ প্রবল হলে কিছু পরাগায়নের সম্ভাবনা থাকে তবে তা একেবারেই নগন্য। তাই পোকামাকড় বা মৌমাছি বেশি না থাকলে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পরাগায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরাগায়ন সম্ভব হয়না। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথক হওয়ায় কৃত্রিমভাবে পুরুষ ফুল এনে স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন ঘটাতে হয়। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত ফলন বাড়ানো সম্ভব।

সবজির নাম	কৃত্রিম বা হাত পরাগায়নের সময়
লাউ	বিকাল ৪.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টার মধ্যে
করলা	সকাল ৬.০০টা থেকে সকাল ৯.০০টার মধ্যে
পটল	ভোর ৫.০০টা থেকে সকাল ৮.০০টার মধ্যে
ঝিঙে	ফুল ফোটার দিন বিকাল ৫.০০টা থেকে রাত ৮.০০টার মধ্যে
চিচিঙ্গা	সকাল ৬.০০টা থেকে সকাল ৯.০০ টার মধ্যে
কাঁকরোল	সকাল ৫.০০টা থেকে ৬.০০টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুল ফোটে। ফুল ফোটার ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরাগায়ন করলে ৬৪% পর্যন্ত ফল ধারণ করে
মিষ্টি কুমড়া	সকাল ৮.০০টার মধ্যে
চাল কুমড়া	সকাল ৯.০০টার মধ্যে

কৃত্রিম পরাগায়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়

- পুরুষ এবং স্ত্রী ফুল দুটি যেন একই সময় ফুটেছে এমন ফুল নির্বাচন করতে হবে।
- বড় জমি হলে স্প্রে মেশিনে পানি নিয়ে পরাগরেণু মিশিয়ে স্প্রে করে অথবা ড্রপার দিয়ে ফুলে পানির ফোটা দিলে ফল ধারণ বৃদ্ধি পাবে।
- এছাড়া ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম পাথুরে চুন এবং ৩ গ্রাম বোরন সার মিশিয়ে পরপর ৩ দিন বিকালে গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে যাবে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে।

তথ্যসূত্রঃ কৃষিকথা

CamScanner